৩১৩
বদরযুদ্ধের ঐতিহাসিক গল্পভাষ্য

সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর

AHSAN PUBLICATION

নবপ্রকাশ

প্রথম পূর্বাভাষ

৫৮৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। জেরুজালেম, ফিলিস্তিন।

ইহুদি রাজ্যের রাজধানী এখন মিজপা। জেরুজালেম থেকে প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পুবে অবস্থিত মিজপা শহরটি গড়ে উঠেছে রুক্ষ পাহাড়ের ওপর। এখান থেকে বাঁয়ে তাকালে পাহাড়ের পাদদেশে নজরে পড়ে ঐতিহাসিক গিবন শহর, গিবন কূপের কারণে শহরটি বিখ্যাত। আর পশ্চিমে দৃষ্টি দিলে চোখে পড়ে জেরুজালেম নগরীর ধ্বংসপ্রাপ্ত অবয়ব। মাটির সঙ্গে মিশে আছে নগরপ্রাচীর, নবী সোলায়মান নির্মিত উপাসনালয়, বিনইয়ামিন তোরণ, রাজপ্রাসাদ, দালান-বাড়ি, বিদ্যায়তন—সব। বহু শতাব্দী ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পুণ্য নগরী এখন কেবলই ধ্বংস্তূপের জগদ্দল।

পাঁচ বছর আগে, ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদনেজার যখন দীর্ঘ তিন মাস অবরোধ করে রেখেছিলেন জেরুজালেম, নগরীর ইহুদি রাজা জেহোয়াকিম ইচ্ছা করলে পারতেন নগরীকে রক্ষা করতে। কিন্তু তাঁর খোদাদ্রোহী মনোভাব আর নগরীর ইহুদি নাগরিকদের হঠকারিতা তাঁদের ঠেলে দেয় ধ্বংসের মুখে। জেহোয়াকিম আশা করেছিলেন, এ অবস্থায় মিসরের ফারাও হাফরা এগিয়ে আসবেন তাঁদের সাহায্য করতে। ফারাও হাফরা তো নয়ই, তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি কেউ।

তিন মাস অবরোধের পর ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদনেজার তুফানের মতো আক্রমণ করেন জেরুজালেমে। অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য নগর রক্ষাপ্রাচীর গুঁড়িয়ে তাঁর সেনাবাহিনী প্রবেশ করে নগরীতে। অবরোধে নিস্তেজপ্রায় ইহুদি বাহিনী সামান্য প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল প্রথমে, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শক্তিশালী নেবু বাহিনীর আক্রমণের তোড়ে তারা প্রতিরোধচিন্তা বাদ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে; তবে সফল হলো না। নেবুর ক্ষুধিতপাষাণ যোদ্ধাদের ধারালো তরবারির কোপে দ্বিখণ্ডিত হতে থাকে নির্বিচারে।

বাদ পড়েনি নগরের ইহুদি অধিবাসীরাও, ব্যাবিলনীয় যোদ্ধারা নগরীর তিন দিক থেকে একযোগে চালায় ইহুদিনিধন। সামনে জীবিত যা পেল সবই বিচার্য হলো তরবারির কোপের নিশানায়। শহরে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা পর্যন্ত তারা ক্ষ্যান্ত হলো না।

সম্রাট নেবু দুই দিনে জেরুজালেমে হত্যা করেন কয়েক হাজার ইহুদিকে। শিশু ও বৃদ্ধদের হাতে-পায়ে পরানো হয় দাসত্বের শিকল, নারীদের বণ্টন করা হয় তার সৈন্যদের মাঝে এবং বাদবাকিদের বন্দী করা হয় দাস হিসেবে।

যুদ্ধের আগের দিন রাতে রাজা জেহোয়াকিম ও তাঁর পরিবার অল্প কিছু সেনা পরিবেষ্টিত হয়ে জেরুজালেমের এক গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে আরাবার দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাবিলনীয় সেনাবাহিনী ঘটনা জানতে পেরে পশ্চাদ্ধাবন করে জিরিহো সমভূমিতে গিয়ে তাদের ধরে ফেলে। অনাহারক্লিষ্ট ইহুদি বাহিনী সহজেই পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রাজা জেহোয়াকিম সপরিবারে বন্দী হন। তাঁদের ধরে এনে হামাতের অরেন্তাস নদীর তীরবর্তী স্থানে নিয়ে নেবুর আদেশে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

রাজা জেহোয়াকিমের সন্তান, আত্মীয়স্বজনসহ ৭০ জনকে হত্যা করা হয় তাঁর চোখের সামনে। সবশেষে কিরিচ দিয়ে খুঁচিয়ে জেহোয়াকিমের চোখ উপড়ে ফেলে শিকল দিয়ে বেঁধে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাবিলনেই বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

এরপর সম্রাট নেবুচাদনেজার গুঁড়িয়ে দেন নবী সোলায়মান-নির্মিত ইহুদিদের প্রধান উপাসনালয়সহ সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। বাদ যায়নি অন্যান্য পবিত্র উপাসনালয়, প্রাসাদ, ঘর-বাড়িসহ কোনো স্থাপনা। এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা হয় ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত।

সবকিছু শেষ হলে পুরো শহরে আগুন লাগিয়ে দেন সম্রাট। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের দাউদাউ শিখায় পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় অসংখ্য পয়গাম্বরের স্মৃতিধন্য নগরী জেরুজালেম।

সর্বগ্রাসী আগুনের গর্জন একসময় থিতু হয়ে আসে। পুড়তে থাকা জেরুজালেম নগরীর বেদনার্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ একসময় মিলিত হয় সন্ধ্যার আকাশে জ্বলতে থাকা কয়েকটি একাকী তারার সঙ্গে।

***

এ ঘটনা পাঁচ বছর আগের। বর্তমানে ইহুদি রাজ্যের শাসনকর্তা গেদালিয়াহ ইবনে আহিকাম। গেদালিয়াহর বাবা আহিকাম ছিলেন জেরুজালেমের তৎকালীন পয়গাম্বর আরমিয়াহর অন্যতম সহচর ও আশ্রয়দাতা। তাঁর দাদা শাফানও ছিলেন ইহুদি ধর্মপণ্ডিত। বংশপরম্পরায় জ্ঞান ও রাজকাজে অংশগ্রহণের সুদীর্ঘ সুনাম রয়েছে তাঁর পরিবারের। এ কারণে সম্রাট নেবুচাদনেজার জেরুজালেম ধ্বংসের পর ব্যাবিলনে প্রত্যাবর্তনের সময় জ্ঞানী ও ধর্মপরায়ণ গেদালিয়াহকে নির্বাচন করেন ইহুদি রাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে।

জেরুজালেম নগরী পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় গেদালিয়াহ ইহুদি রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তর করেন মিজপায়। জেরুজালেমের বাইরের বসতিগুলোতে যেসব ছোট ছোট ইহুদি গোত্র ছিল, নেবুর আক্রমণ থেকে প্রাণে বাঁচতে তারা দূরবর্তী মোয়াব, আম্মুন, ইদোমসহ বিভিন্ন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। গেদালিয়াহ শাসনকর্তা হওয়ার পর চেষ্টা করে যাচ্ছেন সেসব গোত্রকে আবার মিজপায় ফিরিয়ে আনতে। তাঁর আশ্বাস পেয়ে এরই মধ্যে পালিয়ে থাকা লোকজন রাজধানী মিজপায় এসে বসবাস শুরু করেছে। এখানেই এক ছোট প্রাসাদে গেদালিয়াহর রাজকীয় দপ্তর ও বাসভবন।

সেদিন দুপুরে নিজ বাসভবনের বারান্দায় বসে ছিলেন গেদালিয়াহ। সামনে কয়েকজন ইহুদি রাব্বি বসা, নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন তাঁরা। পাশে খেলা করছিল গেদালিয়াহর পাঁচ বছরের মেয়ে হান্না ও আট বছরের ছেলে নাথানিয়েল। তিনিও মাঝেমধ্যে শরিক হচ্ছিলেন তাদের খেলায়। বাসভবনের ভেতরে আগত-অনাগত মেহমানদের জন্য খাবারদাবারের আয়োজন চলছে. থালা-বাটির টুংটাং শব্দ আসছে নিয়মিত বিরতিতে। বাইরে পড়ন্ত দুপুরের কড়া রোদ, জলপাইগাছের ছায়াগুলো প্রলম্বিত হচ্ছে ধীরে ধীরে।

এত কিছুর মাঝেও কয়েক দিন আগে সেনাপতি জোহানান ইবনে কারেয়াহর বলা কথাগুলো খচখচ করছে গেদালিয়াহর মনে। ইসমায়েল ইবনে নেতানিয়াহ তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন! জোহানান তাঁকে বলেছিলেন, 'গোপন সংবাদে জানতে পেরেছি, আম্মানীয় রাজা বালিস আপনাকে হত্যা করার জন্য ইসমায়েল ইবনে নেতানিয়াহকে অর্থ দিয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে সে কিছু করার আগেই আমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আসব, কেউ জানতেও পারবে না।'

তাঁর কথা শুনে গেদালিয়াহ আঁতকে উঠেছিলেন, 'কী বলছ তুমি! ভুলেও ওরকম কাজ করতে যেয়ো না। একজন ইহুদি হয়ে আমি আরেকজন ইহুদির রক্তে নিজের হাত কলঙ্কিত করতে পারব না। তার ওপর সে ইহুদি

রাজপরিবারের সন্তান। নিশ্চয় তুমি ভুল কোনো সংবাদ শুনেছ। ইসমায়েল কেন এমন কাজ করতে যাবে? সে জেহোয়াকিমের বাহিনীর একজন বীর সেনাপতি ছিল।'

গেদালিয়াহকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে জোহানান বলেছিলেন, 'আমারও সেই একই কথা–সে কেন আপনাকে হত্যা করতে চাইবে? তাতে তো যেসব ইহুদি মিজপায় আপনার চারপাশে সমবেত হয়েছে, তারা ইহুদি রাজ্য ছেড়ে আবার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং ইহুদি রাজ্যের বাকি লোকজন ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন কিছু ঘটলে সম্রাট নেবুচাদ কিছুতেই বরদাশত করবেন না। একজনের অপরাধের শাস্তি হিসেবে বেঁচে যাওয়া প্রত্যেক ইহুদিকে তিনি নির্বংশ করে ছাড়বেন।'

জোহানানের সন্দেহকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, জোহানানের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করতে আজ তিনি ইসমায়েল ও তাঁর বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দুপুরের ভোজে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা চলে আসবেন তাঁর বাড়িতে। তখনই প্রমাণিত হয়ে যাবে যে ইসমায়েলকে নিয়ে জোহানানের সন্দেহ স্রেফ অমূলক।

দুপুরের পরপর বাড়ির বাইরে ঘোড়া নিয়ে হাজির হলেন ইসমায়েল ইবনে নেতানিয়াহ। তাঁর সঙ্গে আরও ১০ জন সঙ্গী, সবাই ইহুদি রাজপরিবারের যুবক। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে এলেন ইসমায়েল। মেহেদি রঙের দাড়ি আর বাদামি চোখের ইসমায়েলকে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না গেদালিয়াহ, বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। মিছেই তিনি ভয় করছিলেন জোহানানের কথা শুনে।

গেদালিয়াহ রাজপরিবারের না হলেও তাঁর পিতা ছিলেন রাজা জেহোয়াকিমের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা। সে হিসেবে প্রাসাদের কাছেই ছিল তাঁর বাসভবন। গেদালিয়াহ ও ইসমায়েল–দুজন একসঙ্গে বড় হয়েছেন জেরুজালেমের রাজপ্রাসাদে। বহু যুদ্ধে লড়েছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। কোনো দিন সামান্য তর্কও হয়নি তাঁদের মধ্যে। বন্ধুত্বের বন্ধন সব সময় অটুট ছিল দুজনের।

কথা বলতে বলতে গেদালিয়াহ ইসমায়েলকে নিয়ে সোজা খাবারের আয়োজনের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাব্বিরা স্বাগত জানালেন ইসমায়েলকে। ইসমায়েল রাজপরিবারের সদস্য হওয়ায় গেদালিয়াহ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। তিনি এবং রাজপরিবারের সদস্যরা যদি নতুন রাজধানী মিজপায় এসে বসবাস শুরু করেন, তাহলে অন্য ইহুদিরাও নিঃশঙ্ক হয়ে

মিজপায় এসে বসতি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। ধীরে ধীরে আবার তারা নতুন করে গড়তে পারবে পুণ্য শহর জেরুজালেম। আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে নবী দাউদের ইহুদি রাজ্য।

গেদালিয়াহর পরিবারের সদস্যরা এগিয়ে এসে মেহমানদের খাবার সাজিয়ে দিল। জলপাই তেলে ভাজা ভেড়ার মাংস, আঙুরের রসে ভেজানো আস্ত বনমোরগ ভুনা, গরুর রানের ঝলসানো কাবাব, যবের রুটি, কয়েক পদের মিষ্টান্ন আর নানা রঙের পানীয় সাজানো আছে দস্তরখানে।

খাওয়ার পর্ব শুরু হলো। সবাই আনন্দচিত্তে তারিফ করতে লাগল গেদালিয়াহর স্ত্রী আমনের রান্নার। গেদালিয়াহর মেয়ে ছোট্ট হান্না কোলে বসে রুটি ছিঁড়ে দিচ্ছিল বাবাকে। পাশে ছেলে নাথানিয়েল এবং তার পাশে ইসমায়েল। সঙ্গী ১০ যুবক বসেছে এক কাতারে।

প্রথম আঘাতটা করল ফাখুজ ইবনে আশরিয়া। ১০ জনের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও নিষ্ঠুর সে। খাওয়ার মাঝখানে ইসমায়েলের চোখের ইশারা পাওয়ামাত্র সে পোশাকের ভেতর থেকে খঞ্জর বের করে চালিয়ে দিল আহাররত এক রাব্বির গলা বরাবর। চিবানো ভেড়ার মাংস পেটে যাওয়ার আগেই সেটা রাব্বির কাটা গলা দিয়ে বের হয়ে দস্তরখানে পড়ল।

প্রথম খুনটা ঘটে যাওয়ার পর চোখের পলকে বদলে গেল খাবার ঘরের দৃশ্য। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ইসমায়েলসহ ১০ যুবক। রাব্বি আর পরিবারের লোকদের নির্বিচারে গলা কাটতে লাগল তারা। বাদ গেল না গেদালিয়াহর স্ত্রী আমনে। বাড়ির পরিচারক আর দাসীদেরও হলো একই পরিণতি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গেদালিয়াহর ৮-১০ জন প্রহরী ঘটনার আকস্মিকতা বুঝে উঠতে সময় নিল। কিন্তু ততক্ষণে ইসমায়েলের খুনি দল পৌঁছে গেছে তাদের সামনে। বার কয়েক তলোয়ারের ঝংকার শোনা গেল কেবল, চৌকস রাজযুবকদের সামনে তারা টিকতে পারল না বেশিক্ষণ। ফিনকিছোটা রক্তের স্রোত বয়ে গেল উপাদেয় খাবারের ওপর দিয়ে।

ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে গেদালিয়াহ বার কয়েক 'ইসমায়েল ইসমায়েল' বলে চিৎকার করলেন। তাঁর চিৎকার থামাতে পেছন থেকে গলায় ছুরি ধরে ইসমায়েল বললেন, 'তুই নেবুর দালাল, গেদালিয়াহ! এই ইহুদি রাজ্যের অধিকার একমাত্র আমাদের। পৃথিবীর আর কেউ এখানে কর্তৃত্ব করতে পারবে না। তুই আমাদের দেশ বিধর্মী নেবুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিস, তুই তার গোলাম হয়ে গেছিস, গাদ্দারি করেছিস ইহুদি জাতির সঙ্গে। পবিত্র ভূমিতে তোর বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

দেরি না করে ঘ্যাঁচ করে খঞ্জর চালিয়ে দিলেন গেদালিয়াহর গলায়, ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল। গেদালিয়াহর ছেলে নাথানিয়েল আর মেয়ে হান্না বাবার কাটা মুণ্ড দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ইসমায়েল তাদেরও ছাড়লেন না। ফাখুজকে বললেন, 'গাদ্দারের বাচ্চাও গাদ্দারই হবে, মেরে ফেল ওদের।'

বিনা বাক্যব্যয়ে ফাখুজ নাথানিয়েলের গলায় ছুরি চালালেও হান্নাকে ছেড়ে দিল, 'মেয়েটা থাক।'

ঠান্ডা মাথায় ২১ জন লোককে হত্যা করে ইসমায়েল তাঁর দলবল নিয়ে দ্রুত মিজপা থেকে আম্মুনের পথ ধরলেন। এক দিন এক রাত টানা পথ চলার পর জর্ডান নদী পেছনে ফেলে তারা এসে পৌছাল আম্মুনে। আম্মুনে এসে ইসমায়েল এখানে আত্মগোপন করে থাকা ইহুদিদের নির্দেশ দিলেন, 'জলদি তৈরি হয়ে নাও, এখনই সবাইকে আম্মুন ছাড়তে হবে। গেদালিয়াহর সেনাপতি জোহানান হত্যাকাণ্ডের খবর ইতিমধ্যেই জেনে গেছে এবং সে আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। দু-এক দিনের মধ্যে হয়তো ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদও জেনে যাবে ঘটনা। তার নিযুক্ত প্রশাসককে হত্যার অপরাধে সে পুরো ইহুদি রাজ্য তছনছ করে ফেলতে পারে। আমাদের দেরি করলে চলবে না, সবাই রওনা হয়ে যাও।'

প্রায় আড়াই শ ইহুদির পালানোর জন্য সবচেয়ে ভালো গন্তব্য হতে পারত মিসর। কারণ মিসরের ফারাও আফরা এরই মধ্যে পালিয়ে যাওয়া অনেক ইহুদিকে আশ্রয়দান করেছেন। নেবুচাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো নয়, যুদ্ধ লেগে আছে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে। কিন্তু চতুর ইসমায়েল জানেন, মিসরে যাওয়ার রাস্তা এই মুহূর্তে মোটেও নিরাপদ নয়। নেবুর সৈন্যরা ছড়িয়ে আছে লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরবর্তী এলাকায়, যেকোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারেন। এ কারণে সবদিক বিবেচনা করে পশ্চিমের রাস্তা ছেড়ে ইসমায়েল সবাইকে নিয়ে সোজা দক্ষিণের দুর্গম পাহাড়ি রাস্তা ধরলেন।

দেশান্তরী এই ইহুদি কাফেলাটি মৃত সাগরকে পশ্চিমে রেখে বাঁয়ে মাআন পর্বতশ্রেণিকে পেছনে ফেলে দিনের পর দিন পথ চলতে লাগল। সঙ্গে নারী ও শিশুরা রয়েছে, তাই ধীর করতে হচ্ছে গাধা ও ঘোড়ার চলার গতি। রাস্তার দুই পাশে কেবল খাড়া খাড়া পাথুরে পাহাড়, পায়ের নিচে কখনো পাথর আবার কখনো লাল মরু বালিয়াড়ি। হঠাৎ হঠাৎ একটি-দুটি বাবলাগাছ বা ক্যাকটাস নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশে, এ ছাড়া এই দীর্ঘ দুর্গম গিরিপথে জনমানুষের চিহ্ন নেই।

একটানা এক মাস ধরে পথ চলল কাফেলাটি। এক দিন সারা রাত পথচলার পর সূর্য ওঠার আগে আগে কাফেলাটি সামনে কয়েকটি খেজুর বাগান দেখতে পেল। ক্ষুৎপিপাসা আর দীর্ঘ মরুযাত্রায় ক্লান্ত সবাই। ভাবল, হয়তো তারা চোখের ভ্রম দেখছে। আরেকটু সামনে এগিয়ে দেখল, পাহাড়ের পাদদেশে উপত্যকাজুড়ে বিরাট বিরাট খেজুর বাগান, স্বচ্ছ পানির নহর বয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। দূরে কিছু ঘরবাড়িতে মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল ইহুদি কাফেলাটি।

ইসমায়েল জলদি এগিয়ে গেলেন লোকালয়ের দিকে। পাথরের তৈরি বাড়িঘরে অল্প কিছু মানুষ বাস করে। তারা সবাই প্রাচীন আমালিকা গোত্রের বংশধর, শতাব্দী ধরে বসবাস করছে এখানে।

ইসমায়েল পরিচয় গোপন করে নিজেদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করলেন গোত্রপতির কাছে। বললেন, গোত্রগত লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে তারা পালিয়ে এসেছেন আম্মুন থেকে। দীর্ঘ যাত্রার কারণে নারী ও শিশুরা এরই মধ্যে মৃত্যুর মুখে। কায়মনোবাক্যে এই মরূদ্যানের পাশে বসবাসের অনুমতি চাইলেন তিনি। বৃদ্ধ গোত্রপতি গৃহহীন জীর্ণশীর্ণ কাফেলাকে এখানে বসবাসের অনুমতি দিতে কার্পণ্য করলেন না।

ইসমায়েল কাফেলার লোকদের জানালেন এ আনন্দের সংবাদ। দীর্ঘ যাত্রায় শ্রান্ত আড়াই শ ইহুদির দেশান্তরী কাফেলা খেজুরগাছে ছাওয়া এই মরূদ্যানে শুরু করল তাদের নতুন আবাস। তাদের মাধ্যমে আরবে সর্বপ্রথম স্থাপিত হলো ইহুদি বসতি।

খেজুরগাছে আচ্ছাদিত এই লোকালয়ের নাম ইয়াসরিব। বারো শ বছর পর যে লোকালয় শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পর্শে ধন্য হয়ে মদিনা নামে পরিচিত হবে বিশ্বজুড়ে।